32

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 1·9 ·SEP· 1996
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২

শ্বেতপত্র ঃ দুর্নীতি অনিয়ম | কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

# নিয়োগ ও কাজ করানো হয়েছে ইচ্ছেমাফিক

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (ময়মনসিংহ), ১৮ই সেপ্টেম্বর (নিজস্ব সংবাদদাতা)।– বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠিকাদারদের 'যেনতেন প্রকারে' কৃত কাজের বিল বিশেষ ব্যবস্থায় প্রদান, অর্থের বিনিময়ে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর পদে নিয়োগ দেয়াসহ 'বিশেষ বিশেষ কাজে' কমপক্ষে তিন কোটি টাকার আর্থিক কেলেংকারির অভিযোগ এনেছে গণতান্ত্রিক শিক্ষক পরিষদ। এ সকল দুর্নীতির সঙ্গে উপাচার্যের জড়িত থাকার কথা শ্বেতপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। দুর্নীতির নিয়মতান্ত্রিক তদন্ত হলে বহু আর্থিক কেলেংকারি উদঘাটিত হবে বলে দাবি করা হয়েছে।

আর্থিক কেলেংকারি সংক্রান্ত সুস্পষ্ট প্রমাণসহ যে সকল উদাহরণ শ্বেতপত্রে দেয়া হয়েছে তা হুবহু তুলে ধরা হল ঃ

১। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম পর্ব স্নাতক শ্রেণীতে ভর্তি ফরম ছাপার ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক দুর্নীতি ফাঁস হয় ১৯৯৫–৯৬ সেশনের ভর্তি ফরম ছাপানোর সময়। প্রতিযোগিতামূলক টেন্ডারের মাধ্যমে কিছু প্রসপেক্টাস ও ১৪ হাজার ভর্তি ফরম ছাপতে খরচ হয় চল্লিশ হাজার টাকা (জামান প্রিন্টার্স ময়মনসিংহ)। অথচ ১৯৯৪–৯৫ ও ১৯৯৩–৯৪ সেশনের ভর্তি ফরম ছাপার কাজে প্রতিযোগিতামূলক টেন্ডার আহ্বান না করে উপাচার্যের হস্তক্ষেপে 'স্পট কোটেশনের' মাধ্যমে পাইওনিয়ার প্রিন্টার্স, ময়মনসিংহ থেকে যথাক্রমে তেতাল্লিশ হাজার ও এক লাখ ছত্রিশ হাজার টাকা ব্যয় করে কাজ করানো হয়। অর্থাৎ এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষতি তথা আর্থিক কেলেংকারি ঘটে এক লাখ টাকা।

২। ডেনমার্কের দাতা সংস্থা ডানিডা ও বাংলাদেশ সরকারের যৌথ অর্থানুকূল্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগের অধীন 'স্ট্রেংদেনিং অফ সীড প্যাথলজি ল্যাবরেটরি' প্রজেক্টের মূল টিএপিপি'র মৌলিক পরিবর্তন সাধন করে উপাচার্যের নির্দেশে ডিপার্টমেন্টের 'রিনোভেশনে'র জন্য মঞ্জুর করা টাকার মধ্য থেকে ১৮ লাখ টাকা কেটে নেয়া হয় এবং এই টাকা থেকে ওভারহেড বিদ্যুৎ লাইন ও ট্রান্সফরমার বসানোর ব্যয় পরিশোধ করা হয়। অথচ ঐ কাজগুলো বিশ্ববিদ্যালয় তার নিজস্ব সম্পদ থেকে করবে এ ধরনের সমঝোতা ছিল। উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগ থেকে এর প্রতিবাদ জানানো হলে উপাচার্য ও সীড প্যাথলজি ল্যাবরেটরির ডিরেক্টর তা অগ্রাহ্য করেন। ওভারহেড লাইন ও ট্রান্সফরমার স্থাপন কাজের ঠিকাদাররা বিভাগীয় প্রধান 'ফাইল আটকে দিয়েছে' এ অভিযোগ তুলে বিভাগীয় প্রধানের অফিস কক্ষে গিয়ে ঠিকাদাররা তার সঙ্গে অশালীন ব্যবহার এবং হুমকি প্রদান করে। বিভাগের শিক্ষকগণ উপাচার্যের নিকট এ ঘটনার অভিযোগ জানালে তিনি আশ্বাস দেন যে, তদন্ত ও বিচার না হওয়া পর্যন্ত ঠিকাদারদের বিল দেয়া হবে না; কিন্তু উপাচার্যের নির্দেশে ল্যাব ডাইরেক্টর কয়েকদিন পর সমুদয় বিল পরিশোধ করে দেন কোন তদন্ত বা বিচার ছাড়াই।

৩। নির্মাণকাজের সেক্টরে দুর্নীতি বাংলাদেশে নতুন ব্যাপার নয়। কিন্তু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে এই দুর্নীতির সঙ্গে দলীয়করণ–স্বজনপ্রীতি যুক্ত হয়ে এ ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। আইনের বিন্দুমাত্র তোয়াক্কা না করে, এমন কি ছাত্র দিয়েও এখানে ঠিকাদারী ব্যবসা করানো হচ্ছে। ফলে কাজের মান গ্রহণযোগ্য নিম্নতম পর্যায়েও বজায় থাকছে না। ১৯৯৫ সালে ছোটবড় যেসব নির্মাণকাজ হয়েছে তার অধিকাংশই এত নিম্নমানের হয় যে, সম্পন্ন করার এক মাসের মধ্যেই ত্রুটি ধরা পড়ে।

এ ধরনের ঘটনার উদাহরণ হিসেবে গণতান্ত্রিক শিক্ষক ফোরামের শ্বেতপত্রে উপস্থাপন করা হয়েছে যে, কৃষি অনুষদভবনের চারতলার পূর্বাংশ, কৃষি অর্থনীতি ও গ্রামীণ সমাজ বিজ্ঞান অনুষদ ও পশুপালন অনুষদের এক্সটেনশনের একতলা দু'টি ভবন, কেন্দ্রীয় মসজিদ সংলগ্ন কৃষি সম্প্রসারণ ভবনের ওপরতলা, ঈশাখাঁ হলের মসজিদ ও ক্যান্টিন ইত্যাদি ভবনের নির্মাণ ও হস্তান্তর সম্পন্ন হলে দেখা যায় বৃষ্টির পানি ছাদ চুইয়ে মেঝেতে টপটপ করে পড়ছে, এমনকি বিমগুলো পর্যন্ত ভিজে গেছে।

বাজার সংলগ্ন 'ই–টাইপ' ভবনসমূহের ২টি নবনির্মিত ফিডার রাস্তা ও কে বি আই সড়কের সংযোগস্থলে নির্মিত ২টি কালভার্টের একটি একজনমাত্র মানুষের পায়ের চাপে ভেঙে পড়ে; নবনির্মিত রাস্তার খোয়া ভেসে উঠেছে, কয়েক স্থানে রাস্তার পাশের ইটের ড্রেন ভেসে উঠেছে। গুরুতর প্রকৃতির এই অভিযোগসমূহ উপাচার্যের বরাবর করা হলে উপাচার্য গত বছরের ১লা জুলাই বিশ্ববিদ্যালয় প্রকৌশল শাখার এমন সব ব্যক্তিকে নিয়ে তদন্ত কমিটি গঠন করেন যাদের দায়িত্বে অবহেলা ঐ দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত থাকার সম্ভাবনা প্রশ্নের উর্ধ্বে নয়। এর প্রতিবাদ করা হলে গত বছরের ৬ই জুলাই ঐ তদন্ত কমিটি পুনর্গঠন করা হয় (সংস্থাপন শাখার আদেশ নং শা–৭/বিবিধ–১৮/৯৫/২৯৪/ সংস্থাপন তাং ৬–৭–৯৫)। কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী ঃ অভিযোগসমূহ যথাযথ ছিল অথচ অভিযোগে উল্লিখিত কাজগুলোর (১০টি) প্রায় সকল ক্ষেত্রেই জামানতসহ বিল পরিশোধ করা হয়েছে। কাজের দায়দায়িত্বে সময়সীমা ছিল কম। ঠিকাদারগণ দায়দায়িত্বের সময়সীমার মধ্যে নির্দেশিত ত্রুটিবিচ্যুতি সংশোধন করতে সম্মত হলেও কাজ হয়নি। কমিটির রিপোর্টে উল্লিখিত পাঁচটি সুপারিশের একটিও বাস্তবায়ন হয়নি।

৪। মাৎস্য বিজ্ঞান অনুষদের ফিল্ড ল্যাবরেটরির কাজটিও দুর্নীতির আরেক উদাহরণ। বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্বে ২ কোটি টাকার ওপরের এই কাজটির মধ্যে ছিল ল্যাবরেটরি বিল্ডিং নির্মাণ, ডিপ টিউবওয়েল স্থাপন, ওভারহেড ট্যাংক নির্মাণ, পুকুর খনন এবং পুরো 'ফিল্ড ল্যাব' এলাকা জুড়ে পাকা দেয়াল নির্মাণ। ঐ কাজের জন্য স্বাভাবিক চলতি দরের চাইতে উঁচু দরে এসটিমেট করা হয়। এরও ওপর ৫% বেশি হারে ঠিকাদারকে কাজ দেয়া হয়। প্রতিযোগিতামূলক টেন্ডার হয়নি। এ ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষতি হয়েছে কমপক্ষে ২০ থেকে ২৫ লাখ টাকা।

আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, কাজের জন্য ঠিকাদার কর্তৃক প্রদত্ত ব্যাংক ড্রাফট প্রচলিত নিয়মানুযায়ী তো হয়ইনি বরং সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারকে ২৫ লাখ টাকা অগ্রিম দেয়া হয়। আইনের তোয়াক্কা না করে সিন্ডিকেট এই টাকা এক কিস্তিতে পরিশোধের সিদ্ধান্ত দিলেও উপাচার্য শাহ মোঃ ফারুক ঐ সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করে ৫ কিস্তিতে পরিশোধের সুযোগ করে দেন।

এসবের বাইরে কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিক নিয়োগ অর্থের বিনিময়ে হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। শ্বেতপত্রে বলা হয়েছে ঃ ১৯৮৩ সালের এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিত ১৫৫তম সিন্ডিকেট অধিবেশনের সিদ্ধান্ত এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি অবকাঠামো কমিটির সিদ্ধান্ত (যা সিন্ডিকেট অনুমোদিত) অবজ্ঞা করে বর্তমান উপাচার্যের সরাসরি অনুমোদনে ৭৭ জন তৃতীয় শ্রেণীর ও ১৫০ জনের মত চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

এ সকল নিয়োগ প্রসঙ্গে গণতান্ত্রিক শিক্ষক ফোরামের শ্বেতপত্রে বলা হয়েছে, যে সকল বিভাগে বা দপ্তরে নিয়োগ দেয়া হয়েছে অনেক ক্ষেত্রে সেইসব বিভাগীয় প্রধান বা দপ্তর প্রধানের অজান্তেই তা করা হয়েছে।

এর উদাহরণ হল গ্রন্থাগারিকের প্রস্তাব ছাড়াই গ্রন্থাগারে ২ জন তৃতীয় শ্রেণীর এবং ১৪ জন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীকে এডহক নিয়োগ দেয়া হয়। প্রস্তাব ছাড়াই এদের মধ্যে ৪ জনকে রেগুলারাইজ করা হয়। কৃষি অনুষদীয় ডীনের প্রস্তাব ছাড়াই তার কার্যালয়ে একজন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এজন্য ডীন ব্যাখ্যা চেয়ে পাঠিয়েছেন রেজিস্ট্রারের নিকট। বাংলাদেশ এগ্রিকালচারাল ইউনিভার্সিটি রিসার্চ সিস্টেম (বাউরেস)–এ নিয়োগ দেয়া হয়েছে একজন টাইপিস্ট ক্লার্ককে। সংস্থাপন কমিটির মতামত গ্রহণ ছাড়াই সিন্ডিকেটের আলোচ্যসূচি বহির্ভূত প্রস্তাব উপাচার্য মৌখিকভাবে উত্থাপন করে জনসংযোগ ও প্রকাশনা বিভাগে নিয়োগ দেয়া হয়েছে একজন শাখা কর্মকর্তাকে (সেকশন অফিসার)। এছাড়া কৃষি শক্তি ও যন্ত্র বিভাগে একজন ফটোকপি মেশিন অপারেটরের পদ সরাসরি সৃষ্টি করে নিয়োগ দেয়া হয়।